OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 09 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 09 - 13
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

চৈতন্যদেবের বৈরাগ্য : ব্যক্তিগত ট্রমা নাকি দাম্পত্য ব্যর্থতা?

ড. সুব্রত পোদ্দার
প্রাক্তন গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: spoddar95sp@gmail.com
0009-0002-1861-4468

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Chaitanyadeva, Marital crisis, Personal trauma, Vairagya (Renunciation), Vishnupriya Devi, Lakshmipriya Devi, Gaudiya Vaishnavism.

Abstract

A marital relationship is not merely a legal bond of marriage; it is a profound human connection forged through mutual trust, love, responsibility, communication, and physical and emotional intimacy. When this equilibrium is disrupted, marital crises and personal trauma emerge, shaking the natural balance of life. Viewed through this theoretical lens, a re-examination of Chaitanya-deva's life reveals that, beneath the surface of his spiritual renunciation, lies a deep history of marital crisis and personal trauma.

The untimely death of his first wife, Lakshmipriya-devi, inflicted a profound psychological shock upon his life—one bearing all the hallmarks of personal trauma. Rather than confronting this grief directly, Chaitanya-deva channeled it into spiritual practice and asceticism, a path that ultimately propelled him toward an aversion to marital life and the decision to renounce the world. The poetic works of Lochan Das, Jayananda, and Murari Gupta bear witness to Lakshmipriya's death—attributed to the bite of a venomous serpent—and the subsequent psychological transformation of Chaitanya-deva. His relationship with his second wife, Vishnupriyadevi, was fraught with turmoil and instability. At the moment he decided to renounce worldly life, Chaitanyadeva made no lasting provisions or arrangements for her social security. Consequently, Vishnupriya remained in a liminal, deprived state: neither fully acknowledged as a wife nor entirely cast aside. Her human suffering was effectively buried beneath the glorification of silent wifely devotion and endurance found within the literature of the Chaitanya Bhakti tradition. From this perspective, Chaitanyadeva's renunciation is not merely a chronicle of personal liberation, but also a history of a woman's lifelong solitude and deprivation.

Thus, viewing Chaitanyadeva's life through the prism of marital crisis and personal trauma brings into sharp focus both his human complexities and those aspects of his conduct that warrant critical scrutiny. While trauma may have indeed altered the trajectory of his spiritual journey, it does not, in itself, provide moral legitimacy for the abandonment of his responsibilities toward his wife. Therefore, even within the framework of Bhakti ideals, placing

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 09 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Chaitanyadeva in the dock of human marital conduct renders his life a subject of even greater realism, complexity, and intellectual contemplation.

Discussion

দাম্পত্য সম্পর্ক বলতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গড়ে ওঠা সামাজিক ও আইনগত বন্ধনকে বোঝায়। যা বিবাহ প্রথার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার কার্যকারিতা নির্ভর করে— পারস্পরিক বিশ্বাস, বোঝাপড়া, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতির সমন্বয়ের উপর। এই সম্পর্ক কেবল দৈহিক সহাবস্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি একটি গভীর মানবিক সংযোগ। যেখানে মানসিক নিরাপত্তা, আবেগিক নির্ভরতা ও সামাজিক দায়িত্ব একসঙ্গে কাজ করে। সততা ও আস্থা দাম্পত্যের ভিত্তি নির্মাণ করে। কারণ সম্পর্কের ভিতরে গোপনীয়তা, অবিশ্বাস বা অবহেলা ক্রমে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি করে। কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে অনুভূতি, চাওয়া-পাওয়া ও সমস্যার পারস্পরিক বিনিময় দাম্পত্যকে স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল রাখে। শুধু তাই নয়, শারীরিক ও মানসিক ঘনিষ্ঠতা সেই সম্পর্ককে মানবিক পূর্ণতা দেয়। সংসার পরিচালনা, আর্থিক দায়িত্ব বা সন্তান লালন-পালনের মতো বিষয়গুলোতে সহযোগিতা ও সহনশীলতা সম্পর্ককে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। সম্মিলিত লক্ষ্য ও স্বপ্ন দাম্পত্য সম্পর্ককে একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ প্রদান করে।

এই ভারসাম্য বিনষ্ট হলেই দাম্পত্য সংকটের উদ্ভব ঘটে। দাম্পত্য সংকট বলতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এমন এক তীব্র মানসিক ও সামাজিক চাপের অবস্থাকে বোঝায়, যা সম্পর্কের স্থায়িত্ব ও ব্যক্তিগত মানসিক সুস্থতাকে হুমকির মুখে ফেলে। দুর্বল যোগাযোগ, আবেগিক বা শারীরিক ঘনিষ্ঠতার অভাব, আকস্মিক জীবন পরিবর্তন, আর্থিক অনিশ্চয়তা কিংবা অবিশ্বাস —এসব উপাদান সংকটকে আরও তীব্র করে তোলে। এই সংকট অনেক সময় কেবল দ্বন্দ্বে সীমাবদ্ধ না থেকে গভীর মানসিক অভিঘাতে রূপ নেয়। যা ব্যক্তিগত ট্রমা হিসেবে ব্যক্তির চেতনা ও আচরণকে দীর্ঘমেয়াদে প্রভাবিত করে। ব্যক্তিগত ট্রমা বলতে এমন এক মানসিক আঘাতকে বোঝায়, যা আকস্মিক শোক, বিচ্ছেদ বা অপূরণীয় ক্ষতির ফলে সৃষ্টি হয়ে ব্যক্তির স্বাভাবিক মানসিক ভারসাম্যকে ভেঙে দেয়। তার জীবনপথে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়। এই ট্রমা অনেক সময় প্রত্যক্ষ প্রকাশের পরিবর্তে আত্মসংযম, বৈরাগ্য বা বিকল্প মানসিক আশ্রয়ের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে।

এই তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের জীবনও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। চৈতন্যদেবের জীবন সাধারণত ভক্তি আন্দোলনের মহিমান্বিত বৃত্তান্ত হিসেবে উপস্থাপিত হলেও তাঁর দাম্পত্য জীবন ও ব্যক্তিগত সংকট দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থেকেছে। চৈতন্যজীবনী সাহিত্য পাঠ করলে লক্ষ করা যায় যে, প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অকালমৃত্যু তাঁর জীবনে এক গভীর মানসিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। যা ব্যক্তিগত ট্রমার বৈশিষ্ট্য বহন করে। এই শোক সরাসরি মোকাবিলা করার পরিবর্তে তা ক্রমে আধ্যাত্মিক সাধনা ও বৈরাগ্যের পথে রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ক্ষেত্রে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিক প্রত্যাশা ও দায়িত্বকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। ফলে চৈতন্যদেবের বৈরাগ্যকে কেবল আধ্যাত্মিক উত্তরণের ফল হিসেবে দেখলে তাঁর জীবনের মানবিক সংকট, দাম্পত্য ব্যর্থতা এবং ব্যক্তিগত ট্রমার দিকগুলো আড়ালে থেকে যায়। এই কারণেই চৈতন্যদেবের জীবনকে দাম্পত্য সংকট ও ব্যক্তিগত ট্রমার আলোকে পুনর্পাঠ করা জরুরি হয়ে ওঠে। যেখানে ভক্তি-আদর্শের পাশাপাশি একজন মানুষের মানসিক যন্ত্রণার ইতিহাসও সমান গুরুত্ব পায়।

চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার মনে করেন। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে ঈশ্বরের পূজা প্রচার করেন। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব এক নতুন যুগের সূচনা ঘটিয়েছিলেন। সে যুগে একাধিক কবি চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কবি বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’, লোচন দাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ এবং জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’। গ্রন্থগুলোতে দাম্পত্য সংকট নিয়ে চৈতন্যদেবের তেমন কোনও সরাসরি নির্দেশ বা মতামত নেই। তবে তাঁর জীবনকাহিনিতে দাম্পত্য সংকটের বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হওয়ার পর পরিবার এবং গৃহত্যাগ করেছিলেন। যা দাম্পত্য সম্পর্কের একটি জটিলতা বা সংকটের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু তিনি এই ত্যাগকে আধ্যাত্মিকতার পথে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 09 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এগিয়ে যাওয়ার একটি উপায় হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এছাড়াও, চৈতন্যদেব জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছেন, যা দাম্পত্য সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং প্রেমকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করতেন। তিনি মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ না দেখে সকলকে সমান চোখে দেখতে উৎসাহিত করতেন। যা দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। চৈতন্যদেব দাম্পত্য সংকট নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট পরামর্শ না দিলেও— তাঁর জীবন এবং কর্মের মাধ্যমে আমরা দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা এবং আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারি। চৈতন্যদেবের জীবন এবং কর্মের মাধ্যমে দাম্পত্য সম্পর্ক এবং জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিছু অনুধাবন করা যেতে পারে। যা চৈতন্যদেবকেও প্রভাবিত করেছিল।

চৈতন্যদেবের পিতৃদত্ত নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। প্রথম যৌবনে তিনি ছিলেন স্বনামধন্য পণ্ডিত। তর্কশাস্ত্রে নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল অবিসংবাদিত। তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ ও জ্ঞানার্জন। পিতার মৃত্যুর পর গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে নিমাই তাঁর গুরু ঈশ্বরপুরীর সাক্ষাৎ পান। ঈশ্বরপুরীর নিকট তিনি গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই ঘটনা নিমাইয়ের পরবর্তী জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলায় প্রত্যাবর্তন করার পর পণ্ডিত থেকে ভক্ত-রূপে তাঁর অপ্রত্যাশিত মন পরিবর্তন দেখে অদ্বৈত আচার্যের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় বৈষ্ণব সমাজ আশ্চর্য হয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যেই নিমাই নদিয়ার বৈষ্ণব সমাজের এক অগ্রণী নেতায় পরিণত হন।

চৈতন্যদেবের জীবনে বৈবাহিক ও পারিবারিক ঘটনাগুলো তাঁর পরবর্তী আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও, সেগুলোকে একমাত্র কারণ হিসেবে দেখলে বিষয়টি অতিসরলীকৃত হয়ে যায়। তিনি প্রথমে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। এর পূর্বেই তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যু ঘটে। পিতৃবিয়োগের পরও চৈতন্যদেব সংসারী জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েননি; দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হিসেবে শাস্ত্রতর্কে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে তিনি ‘নিমাই পণ্ডিত’ নামে সুপরিচিতি লাভ করেন। স্বাভাবিক সংসারজীবন পরিচালনার উদ্দেশ্যে অর্থোপার্জনের জন্য পূর্ববঙ্গে গমন করেন।

পূর্ববঙ্গে অবস্থানকালে তাঁর অনুপস্থিতিতেই প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অকালমৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে জানা যায়, -

> “চৈতন্যের অনুপস্থিতিকালে বালিকা পত্নী লক্ষ্মীদেবী সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করেন।”[১]

এ বিষয়ে লোচনদাস, জয়ানন্দ ও মুরারী গুপ্ত রচিত চৈতন্যজীবনী কাব্যসমূহে অভিন্ন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। লোচনদাস ও জয়ানন্দ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে কালসর্পের দংশনেই লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হয়। মুরারী গুপ্তের কাব্যেও এই ঘটনার ইঙ্গিত বিদ্যমান—

> “এবং স্থিতা গৃহে কালে দৈবাদাগত্য কুণ্ডলী।
> অদশৎ পাদমূলে তাং লক্ষ্মীমালক্ষ্য সা শচী।।”[২]

বঙ্গদেশ থেকে ফিরে এসে স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন চৈতন্যদেব। তবে তিনি তাকে ভবিতব্য বলে মেনে নেন। প্রেমানন্দে কীর্তনে মেতে ওঠেন। তাঁর মতে শ্রীকৃষ্ণই সব। ভাষণ দেন সংসারের অনিত্যতা সম্পর্কে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর চৈতন্যদেবের মধ্যে দেখা যায় বিশেষ এক পরিবর্তন—

> “সবে পরস্ত্রী প্রতি নাহি পরিহাস।
> স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ।।”[৩]

যে চৈতন্যদেব বাল্যকালে নারীদের সঙ্গে নাম সংকীর্তনে মেতেছিলেন; স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর চরিত্রের এই পরিবর্তনে আন্দাজ করা যায় লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু তাঁকে কতটা প্রভাবিত করেছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর পরিবার পরিজনেরা তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ দিলেও সংসার জীবনে তাঁকে কোনওভাবেই আবদ্ধ রাখতে পারেনি। তাই তো মৃত পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে ঈশ্বর পুরীর কাছে ‘দশাক্ষর’ মন্ত্রদীক্ষা নেন। তারপরই দেখা যায় ইষ্টমন্ত্র ধ্যান করতে করতে ভক্তিরসে মগ্ন হয়ে যেতে। সঙ্গীদের সেই মুহূর্তেই জানিয়ে দেন—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 09 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

"প্রভু বোলে তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে।।"[৪]

এ যাত্রায় তিনি বাড়ি ফিরে গেলেও সংসারের প্রতি বৈরাগ্যের প্রকাশ ঘটে এখান থেকেই। সংসার জীবনের প্রতি হঠাৎই এই অনীহা, কৃষ্ণনামে বিভোর হয়ে যাওয়া— গয়া যাওয়ার পর থেকেই তাঁর মধ্যে এই পরিবর্তন আসে। তবে এর জন্য দায়ী তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা। কোন ঘটনা? পিতার মৃত্যু? উত্তরে বলা যায়, না। কারণ পিতার মৃত্যুর পরেও তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেছেন স্বচ্ছন্দে। মনঃপূত নারীকে বিবাহ করেছেন। সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে অর্থ উপার্জনে পূর্ববঙ্গে গেছেন। পিতার মৃত্যু যে তাঁকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পেরেছিল তা মনে হয় না। তবে? এর উত্তরে বলা যায়, প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুই তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ আমরা আগেই দেখেছি লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর পর চৈতন্যদেব কীভাবে নারীদের থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে চলছেন। তখন থেকেই চৈতন্যদেবের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে সংসারের প্রতি অনীহা। যার প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে গয়াধামকে কেন্দ্র করে। গয়া থেকে ফিরে এসে সংসারের প্রতি এই অনীহা চৈতন্যদেবের মধ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকে। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর অকালমৃত্যু চৈতন্যদেবকে যে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, তা থেকে তিনি আর কখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে পারেননি। এই ট্রমা তাঁর পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্ককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সিদ্ধান্ত নেন সংসার ত্যাগের।

লোচনদাসের কাব্যে দেখা যায়, নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পেরে শচীদেবী মৃত্যুবরণ করতে চান। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াও আগুনে প্রবেশ করে মৃত্যুবরণ করতে চান। কিন্তু চৈতন্যদেবের কাছে এই সংসার মিথ্যা। মোহময়। কৃষ্ণপ্রেমই তাঁর মূল লক্ষ্য। কৃষ্ণপ্রেমে এত দৃঢ়ভাবে মেতে ওঠেন, যার ফলস্বরূপ কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন। কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি কোনও দায়িত্ব নিতে বা তার কোনও ব্যবস্থা করতে দেখা যায়নি চৈতন্যদেবকে। শুধু তাই নয়, জীবনের শেষ দিকে দেখা যায় চৈতন্যদেব অদ্বৈত আচার্যের কাছে তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের দায়িত্ব সমর্পণ করেন—

"...আমার জননী লাগে তোমা সভাকারে।।
অদ্বৈত-শ্রীবাসের হাথে সঁপিয়া জননী।
প্রভাতে গমন কৈলা ন্যাসী-শিরোমণি।।"[৫]

চৈতন্যদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করে পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে। আর কোনও যোগাযোগ করেননি কখনওই। কিন্তু চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেও তাঁর মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেননি। বাড়ি ফিরে না গেলেও মায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন মাঝে মধ্যেই। তবে তিনি হঠাৎ তাঁর মায়ের দায়িত্ব অদ্বৈত আচার্য ও শ্রীবাসের হাতে সমর্পণ করতে গেলেন কেন? তবে কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর জীবনকাল সম্পর্কে? তবে যাই কারণ থাকুক না কেন, দ্বিতীয়া স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী! তাঁর জন্য চৈতন্যদেব কিছুই করলেন না! বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ মূলত পারিবারিক ও সামাজিক চাপে সংঘটিত হলেও, এই বিবাহে দাম্পত্যের আবেগ, পারস্পরিক নির্ভরতা বা যৌথ জীবনের আকাঙ্ক্ষা কার্যত অনুপস্থিত ছিল। ফলে বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবন শুরু হয় এক অসম সম্পর্কের মধ্য দিয়ে— যেখানে স্বামী মানসিকভাবে অনুপস্থিত, আর স্ত্রী কেবল অপেক্ষমান। চৈতন্যদেবের জীবনে দাম্পত্য সংকট ও ব্যক্তিগত ট্রমার আলোচনায় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাঁর জীবনের মধ্য দিয়েই চৈতন্যদেবের বৈরাগ্যের সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অভিঘাত সর্বাধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলোতে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপস্থিতি নীরব, সংযত ও সহিষ্ণু এক নারীমূর্তির রূপে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এই নীরবতার আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক গভীর বঞ্চনার ইতিহাস, যা চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত ট্রমা ও দাম্পত্য সংকটের প্রত্যক্ষ ফল।

নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত ট্রমা এখানে নারীর ওপর স্থানান্তরিত হয়েছে। লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর যন্ত্রণা ও অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেতে তিনি সংসারকেই 'মোহ' ও 'মিথ্যা' হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানের মূল্য দিতে হয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। চৈতন্যদেবের বৈরাগ্য তাঁর কাছে মুক্তির পথ হলেও, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 02
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 09 - 13
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তা হয়ে ওঠে আজীবন নিঃসঙ্গতা ও বঞ্চনার কারণ। তিনি স্বামীকে হারান সন্ন্যাসে, অথচ সমাজে 'ত্যক্তা' নন, আবার 'সধবা'ও নন— এক মধ্যবর্তী, অনির্দিষ্ট অবস্থানে আটকে পড়েন।

চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে বা পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভরণপোষণ, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা বা সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কোনও সুস্পষ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। জীবনীকারদের ভাষ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সহিষ্ণুতা ও পতিব্রতাকে মহিমান্বিত করা হলেও, সেই মহিমার আড়ালে তাঁর মানবিক যন্ত্রণা অনুচ্চারিত থেকে যায়। তিনি স্বামীর নাম জপ করে, প্রদীপ জ্বালিয়ে, নিঃসঙ্গ সংসারে দিন কাটান— এই চিত্র আসলে ভক্তির আদর্শ নয়, পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় তা এক নারীর নীরব আত্মবিসর্জনের দলিল।

তাই বলা যায়, চৈতন্যদেবের ব্যক্তিগত ট্রমা তাঁর আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পথ প্রশস্ত করলেও, সেই রূপান্তরের সামাজিক মূল্য সবচেয়ে বেশি বহন করেছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তাঁর নীরব সহনশীলতা আসলে চৈতন্যভক্তি সাহিত্যের এক অদৃশ্য প্রান্তর, যেখানে নারীর যন্ত্রণা আধ্যাত্মিক গৌরবের আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। চৈতন্যদেবের বৈরাগ্য তাই কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির ইতিহাস নয়, এক নারীর বঞ্চনার ইতিহাসও বটে।

পরিশেষে বলা যায়, চৈতন্যদেবের বৈরাগ্যকে কেবল আধ্যাত্মিক উপলব্ধির স্বতঃসিদ্ধ ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করলে তাঁর জীবনের অন্তর্লীন মানবিক সংকটগুলো অনালোচিত থেকে যায়। প্রথমা স্ত্রীর অকালমৃত্যু তাঁর জীবনে যে গভীর মানসিক অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল, তা ব্যক্তিগত ট্রমার স্পষ্ট লক্ষণ বহন করে। এই ট্রমা তিনি প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণ করার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক সাধনা ও বৈরাগ্যের মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছিলেন। কিন্তু সেই রূপান্তরের সামাজিক পরিণতি পড়ে দ্বিতীয়া স্ত্রীর জীবনে। যেখানে তাঁর একতরফা সিদ্ধান্ত দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য বঞ্চনা ও মানসিক নিঃসঙ্গতার জন্ম দেয়। ফলে চৈতন্যদেবের বৈরাগ্যকে নিছক আত্মিক মুক্তির পথ হিসেবে দেখলে এই ট্রমাজনিত সিদ্ধান্তের নৈতিক জটিলতা আড়ালে থেকে যায়। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যক্তিগত ট্রমা কখনও কখনও ব্যক্তিকে বাস্তব সম্পর্ক ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলে এবং বিকল্প আশ্রয় হিসেবে আধ্যাত্মিকতাকে সামনে নিয়ে আসে। চৈতন্যদেবের ক্ষেত্রে সেই ট্রমা তাঁর জীবনের দিকনির্দেশ নির্ধারণে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও, তা স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি দায়িত্ব পরিত্যাগের নৈতিক বৈধতা প্রদান করে না। চৈতন্যজীবনী সাহিত্যে ভক্তি ও ত্যাগের যে আদর্শায়িত বয়ান নির্মিত হয়েছে, তার অন্তরালে এই ট্রমাজনিত একতরফা সিদ্ধান্ত ও দাম্পত্য দায়িত্বহীনতার বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষত মাতার ক্ষেত্রে কর্তব্য পালনের সঙ্গে স্ত্রীর ক্ষেত্রে কর্তব্য বিসর্জনের বৈপরীত্য চৈতন্যদেবের মানবিক আচরণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

অতএব ধর্মীয় ইতিহাসে তিনি যতই মহিমান্বিত রূপে প্রতিষ্ঠিত হোন না কেন, দাম্পত্য সম্পর্কের বিচারে তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে নন। এই পুনর্পাঠ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ব্যক্তিগত ট্রমা কোনও ব্যক্তির জীবনপথ ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু তা কখনও ব্যক্তিগত বা সামাজিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির নৈতিক অনুমোদন দিতে পারে না। ভক্তির অন্তরালে নিহিত দাম্পত্য সংকট, নীরব বঞ্চনা ও ট্রমার ইতিহাস চৈতন্যদেবকে দেবত্বের উচ্চাসন থেকে নামিয়ে মানবিক বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়—এবং সেখানেই তাঁর জীবন আরও বাস্তব, জটিল ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

Reference:

১. সেন সুকুমার : 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'(প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৪০, ষষ্ঠ সংস্করণ : ১৯৭৮, ত্রয়োদশ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ. ২৩০
২. দাস শ্রীল হরিদাস (অনুবাদিত) : 'শ্রীল-মুরারিগুপ্ত-প্রণীতম্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্', সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার সংস্করণ, আষাঢ় ১৪১৬, পৃ. ৫৫
৩. সেন সুকুমার (সম্পাদিত) : 'বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ২০১৮, পৃ. ৬০
৪. তদেব, পৃ. ৭৪
৫. সেন সুকুমার (সম্পাদিত) : 'বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত', সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮২, ষষ্ঠ মুদ্রণ : ২০১৮, পৃ. ৩০৩